পুস্তক পর্যালোচনা

বঙ্গভবনে পাঁচ বছর

লেখক ঃ মাহবুব তালুকদার

পর্যালোচক : জি, এম, আজিজুর রহমান *

ভূমিকা

'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর' মাহবুব তালুকদার কর্তৃক লিখিত একটি বই। প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মামুনুর রশীদ। প্রচ্ছদে ধূসর জলছাপের আকারে অস্পষ্ট অবয়বে বঙ্গভনের চিত্র রয়েছে, যা বঙ্গভবন সম্পর্কে মানুষের অস্পষ্ট ধারণারই বিমূর্ত প্রতীক। বোর্ড বাঁধাই বইটি কমিপউটারে ঝকঝকে টাইপিংয়ে মুদ্রিত। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৪ এবং মূল্য ১৫০ টাকা।

লেখক চাকরিসূত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ বছর (১৯৭২ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৬ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত) বঙ্গভবনে অবস্থান করেছেন। আর এই সময় তিনি কর্তব্য পালন করেছেন বাংলাদেশের চারজন রাষ্ট্রপতির অধীনে; কখনও রাষ্ট্রপতির স্পেশাল অফিসার, রাষ্ট্রপতির জনসংযোগ অফিসার বা রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস সচিব হিসেবে। তাই সঙ্গত কারণে চারজন রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে অসংখ্য স্মৃতি, কর্তব্য পালনকালে অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বঙ্গভবনের অন্দরে সংঘটিত ঘটনাবলী ও অকথিত বিভিন্ন কাহিনীকে অবলম্বন করে এ গ্রন্থের উপাদান গড়ে উঠেছে।

'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর' একটি আত্মজৈবনিক রচনা। বঙ্গভবনে অবস্থানকালে লেখক রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সকল ঘঠনাসহ ঐ সময় যাঁদের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের অনেক অজানা কথা বইটিতে এসেছে।

---

* বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ২১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী।

এখানে লেখক প্রত্যক্ষদর্শীর ও লেখকের দৃষ্টির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যা কিছু দেখেছেন, তা-ই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়।

লেখক পরিচিতি

মাহবুব তালুকদার ১লা জানুয়ারী ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সিরাজউদ্দিন তালুকদার, মা সালেহা তালুকদার। নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শুরু হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সনে। লেখকের জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল আশৈশব অতি প্রবল। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সক্রিয় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭২ সালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁকে রাষ্ট্রপতির স্পেশাল অফিসার পদে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ ও প্রবন্ধের বই মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দ (১৯৯৭ সাল পর্যন্ত)।

মূল বিষয়বস্তু

বইটির মূল বিষয়বস্তু বঙ্গভবনের আংশিক বর্ণনাপূর্বক চারজন রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে আবর্তিত। এখানে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গভবন ও চারজন রাষ্ট্রপতির কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল।

বঙ্গ ভবন

বঙ্গভবন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবন ও অফিস। বর্তমান বঙ্গভবন এলাকা আনুমানিক ৪৮ একর জমির ওপর বিস্তৃত। এ জমি ঢাকার নবাব পরিবার এককালে জনৈক আর্মেনীয় ব্যবসায়ীর 'মিঃ মানুক' থেকে কিনেছিলেন। মিঃ মানুক যে বাড়িটিতে বসবাস করতেন সেটি এখনও 'মানুক হাউস' নামে বিদ্যমান। এই সম্পূর্ণ এলাকাটি ছিল নবাবদের প্রাসাদ উদ্যান। ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের লাট সাহেবের বাসভবনের জন্য এই এলাকা ঢাকার নবাবের নিকট থেকে লীজ নিয়ে কাঠের কারুকার্যমন্ডিত একটি দোতলা বাড়ী 'লাটভবন' নির্মাণ করেন। ১৯৪৭ সালে লাটভবনকে 'গভর্ণর হাউস' নামকরণ করা হয়। ষাটের দশকের প্রারম্ভে পুরোনো কাঠের বাড়ীটি ভেঙ্গে ফেলে মুসলিম স্থাপত্য রীতির অনুসরণে নতুন ইমারত নির্মিত হয়। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের শেষে গভর্ণর হাউসের নামকরণ করা হল 'বঙ্গভবন'।

বঙ্গভবনের চারদিকে উঁচু প্রাচীর। প্রধান ফটক দিয়ে বঙ্গভবনে প্রবেশ করলেই সামনে তিনতলা বিশিষ্ট প্রধান ভবন। ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে নিচতলা ও দ্বিতলা সমন্বয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের বাস ভবন। নিচতলায় রয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানের অফিস, সামরিক সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিস। মন্ত্রি-পরিষদের জন্য মন্ত্রি - পরিষদ কক্ষ, ব্যাংকয়েট হল, দরবার হল, ষ্টেট ডাইনিং, দেশীয় সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য লাউঞ্জ রয়েছে। বঙ্গভবনের সুউচ্চ ফটক দিয়ে ঢুকতেই দেখা যাবে ফুলের বাগান। মূল ভবনে যেতে হাতের বাঁ দিকে একটি পুরাতন মাজার রয়েছে। বিখ্যাত সাধক শেখ জালাল দাখিনীর মাজারটি। এটি ছাড়াও বঙ্গভবনে আরো কয়েকটি মাজার রয়েছে। তারমধ্যে 'গরম পীরের মাজার' উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভবনে বিস্তৃর্ণ ফুলের বাগান ছাড়াও দুটি বড় বড় দীঘি আছে। বঙ্গভবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যস্থান হল মাটির তলে 'গুপ্তঘর'। ১৯৬৫ সনে পাক ভারত যুদ্ধের সময় এটি তৈরী করা হয়।

রাষ্ট্র প্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী ও লেখক
(কার্যকাল ঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭২ থেকে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭৩)

১৯৭২ সনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লেখককে রাষ্ট্রপ্রধানের স্পেশাল অফিসার পদে নিযুক্ত করেন। লেখকের প্রথমদিকে মূলত রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তৃতা লেখা এবং চিঠিপত্রের জবাব তৈরীতে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গভবনে কাজ করতে করতে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে লেখকের খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং কাজের পরিধিও বিস্তৃত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় রাষ্ট্রপতির অনেক নিকটে অবস্থানের জন্য। রাষ্ট্র প্রধান কবি সাহিত্যিকদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি আজন্ম গণতন্ত্রের অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন "আমি শক্তি বা পাওয়ার চাই না, আমি দেশের জন্য কাজ করতে চাই।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে রাষ্ট্র প্রধানের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল কিন্তু প্রবহমান সময়ের সাথে বঙ্গবন্ধু তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে সরে আসতে থাকেন। তাই রাষ্ট্রপ্রধান অনেক সময় আক্ষেপ করে বলতেন"গণতন্ত্র ও জাতির জনকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে।" যার ফলস্বরূপ ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সনে পদত্যাগ করলেন রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহ ও লেখক
(কার্যকাল ঃ ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫)

রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরীর পর রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহর বঙ্গভবনে অবস্থান এক বিরাট পরিবর্তন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রখর ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য অনেক সময় বিব্রতকর মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। বঙ্গবন্ধু স্বভাবতই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিপরীত ব্যক্তিত্ব সন্ধান করছিলেন। রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহর বঙ্গভবনে অবস্থান বঙ্গবন্ধুকে স্বস্তি ও আরাম দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। রাষ্ট্রপতি লেখককে জনসংযোগ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেন। এখানে লেখক তাঁর ওপর ন্যস্ত দয়িত্ব পালন করেন সাফল্যের সাথে।

রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি পরিচিত হয়েছেন দেশ-বিদেশে এবং কালের সাক্ষী হিসেবে রয়েছেন প্রতিটি ঘটনার। রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহর কার্যকালকে মনে হয় বড় বেশী স্তিমিত। যে কারণে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধানের কোন প্রভাব না থাকা। রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহর ক্ষেত্রে এই প্রভাব আগের তুলনায় আরো কমে আসে।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিবর্তন আসন্ন। লেখক রাষ্ট্রপতির অফিসে গেলেন। দেখলেন তিনি কাগজ পত্র গুছাচ্ছেন। কিছু কাগজ ছিঁড়ে ফেলছেন বাস্কেটে। ড্রয়ারে দুটো বই ছিল। লেখককে দিয়ে বললেন "এগুলো নিয়ে যান, এখন তো আর এসব দরকার হবে না।" লেখক পরে দেখলেন বই দুটোর একটি বাংলাদেশের সংবিধান এবং অন্যটি সংসদ পরিচালনা বিধি।

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(কার্যকাল ঃ ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫)

১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন জাতীয় সংসদে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত হয়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সংবিধান সংশোধন করে নতুন পদ্ধতির সরকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হন। বিগত ৬৭ বছর ধরে বঙ্গভবন ছিল ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দু। সে অবস্থা আর রইল না। শেরে বাংলা নগরস্থ নতুন গণভবনকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় করা হয়। লেখক রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস সচিব হিসেবে থেকে যান। বাকশাল গঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে লেখক তার ডাইরীর পাতা থেকে জীবন্ত করে তুলে এনেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ষড়যন্ত্রের আভাস এবং সর্বোপরি সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনাকে লেখক একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মুশতাক আহমদ
(কার্যকাল ঃ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫ থেকে ৫ই নভেম্বর ১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু হত্যার সবচেয়ে বেনিফিসিয়ারী খোন্দকার মুশতাক আহমেদ।

'ইনডেমনিটি অডিন্যান্স' পাস করে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের (?) পরিচয় দেন। লেখক এ পর্যায়ে বঙ্গভনে বিভিন্ন পর্যায়ের সেনাসদস্যদের আনাগোনা এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ধারাবাহিক এবং জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সিপাহী জনতার উত্তাল বিদ্রোহ, সেনাবাহিনীতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ এবং কর্ণেল তাহেরের বিচার ও ফাঁসীর ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

বইটির গঠন বিন্যাস

লেখকের বঙ্গভবনে অবস্থানকালের রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সকল ঘটনাসহ যাঁদের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে এসেছেন, এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা এ গ্রন্থের উপজীব্য। বইটি পড়লে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি লেখকের প্রাত্যহিক লিখিত ডাইরী থেকে উৎকলিত। অসংখ্য ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনায় এসেছে, তবে একটির সাথে অন্যটি লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। বইটি পড়ার সময় কখনই খাপছাড়া বা ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না। সময়ের বর্ণনায় লেখক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭২ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৬ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাত লেখকের সাবলীল বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভূমিকা অংশে লেখক নিজেই বইটির নামকরণ এবং বিষয়বস্তু ও তার তাৎপর্য কী তা পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছেন।

কাঠামোগত ত্রুটি বিচ্যুতি

বইটি খুব সচেতন ও সতর্কভাবে রচিত বিধায় কাঠামোগত ত্রুটি বিচ্যুতি খুব একটা লক্ষ্যণীয় নয়। কিন্তু বইটি একটি আত্মজৈবনিক সাহিত্য কর্ম, তথাপি লেখকের অগাধ পান্ডিত্যের কারণে এটি সুখপাঠ্য পুস্তকের আওতাভুক্ত। শব্দচয়ন ও বাক্যের ভেতর তার প্রজ্ঞাপনে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র এখানে বিদ্যমান রয়েছে। মুদ্রণগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। ভাষাগত ব্যত্যয় ঘটেনি কোথায়ও। সমস্ত, বইটি চলিত ভাষায় লিখিত। বইটিতে কোন ছন্দপতন দেখা যায় না। সার্বিক বিচারে কাঠামোগত ত্রুটি বইটিতে নেই।

সার্বিক আলোচনা

মাহবুব তালুকদার বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী কোন লেখক নন। তিনি উপন্যাসিক নন, গল্পকার নন, সমালোচকও নন, তথাপিও তিনি লেখক। ক্ষুরধার লেখনী শক্তির অধিকারী সমাজবিক্ষণী লেখক। বর্তমান গ্রন্থটি মাহবুব তালুকদারের একটি ঐতিহাসিক দালিলিক গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে। বইটিতে লেখক অত্যন্ত সাবলীলভাবে স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল থেকে স্বাধীনতা উত্তর পাচটি বছরের

প্রতিটি ঘটনাবহুল দিন তাঁর ব্যক্তি ডাইরী থেকে জীবন্ত করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখ্য ঃ মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী সহ পরবর্তী তিনজন রাষ্ট্র প্রধানের অতি কাছ থেকে তাঁদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন, রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাছাড়া বঙ্গভবনে চাকুরীসূত্রে তিনি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার কালজয়ী সাক্ষী হয়ে রয়েছেন। যেমনঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে বাকশাল গঠনের প্রেক্ষাপট, প্রক্রিয়া, সিরাজ সিকদার ও কর্ণেল তাহেরের মৃত্যু রহস্য, ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যাসহ জাতীয় চার নেতার হত্যা রহস্য ও বঙ্গভবনে সেই উত্তাল দিনগুলোতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর সাথে খোন্দকার মুশতাক আহমেদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরবর্তিতে ধূম্রজালের ভেতর দিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসার কাহিনীর সাথে লেখকের ডাইরীর পাতা নিরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সর্বোপরি বইটিতে রয়েছে দুর্লভ কিছু আলোকচিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ অনেকগুলো চিঠি। বইটিতে লেখক কোন অসত্য ভাষণ প্রদান করেন নাই। পাঠককে তিনি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিবেশের সাথে সহজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

উপসংহার

বইটি একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে। লেখক সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডাইরীর পাতা থেকে গল্প বলে গেলেও পঠনে কখনও একঘেয়েমী বোধ জাগ্রত হয় না। লেখকের সাবলীল গদ্য, বক্তব্যের নিজস্ব ধারা এবং তথ্য সন্নিবেশের প্রতি বিশ্বস্ততার গুণে বইটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করেছে। এ গ্রন্থ রচনায় লেখক বিভিন্ন সময় রাষ্ট্র প্রধান, রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট নামকরণ ব্যবহার করেছেন; এটা হয়ত আমাদের জাতীয় চিন্তাভাবনার অস্থিতিশীলতা ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পরিচায়ক। তাছাড়া আত্মজৈবনিক বা আত্মজীবনীমূলক রচনায় আমিত্বকে সচেতনভাবে বর্জন করার রেওয়াজ আছে। বর্তমান রচনায় সে ধরনের সযত্ন লালিত প্রয়াসের কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আত্মজীবনী পাঠককে এত আকর্ষণ করতে পারে 'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর' বইটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের গ্রন্থ সত্যিই বিরল। তবে ব্রিগেডিয়ার শাসসুদ্দীন আহমদের 'যখন বঙ্গভবনে ছিলাম' তুলনামূলক আলোচনায় 'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর'এর সমকক্ষ নয়। ইতিহাস অন্বেষী পাঠকের কাছে বইটি অধিক সমাদৃত হবে। পাঠক সামজে বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

- ✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।
- ✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- ✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।
- ✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক ও জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক ও জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50

পিপিএটিসি গ্রন্থাগার
সাময়িকী
শাখা
তারিখ
সাভার, ঢাকা